১৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে

আমি একজন গ্রাম্য বেকার যুবক। গত '৯৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, রেজাল্ট ভাল না হওয়ায় এবং অর্থের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘদিন যাবত অসহীয় কর্মহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে গত ১/৪/৯৮ইং তারিখ হতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অধীনে বেইস কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতিতে নিরক্ষরদের লেখাপড়া শিখাচ্ছি। তার বিনিময়ে সরকার ৫শ টাকা করে সম্মানী ভাতা দিয়ে থাকে। এটা সরকারের একটা মহৎ উদ্যোগ। প্রশংসা না করে পারছি না, এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করাতেই আমার মতো হাজার হাজার অসহায় বেকার যুবক গ্রামের নিরক্ষরদের শিক্ষা দেয়ার মতো মহৎ কাজে শরিক হতে পারছে। পক্ষান্তরে, কিছুটা হলেও বেকারত্বের হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এই শিক্ষার মেয়াদ মাত্র নয় মাস। এই স্বল্প সময়ে অক্ষরজ্ঞানহীনদের ভালভাবে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয় না। কারণ বয়স্করা সময়মতো ও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হতে পারেন না। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি, নয় মাস থেকে বাড়িয়ে অন্ততপক্ষে ৫ বছর করা হোক। তাহলে ভাল করে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে এবং অপরদিক দিয়ে আমাদের মতো অভিশপ্ত এই বেকাররা কিছুটা হলেও পকেট খরচটা চালিয়ে নিতে পারবে।

মোঃ মনিরুল ইসলাম (বাবলু)
গ্রাম ঃ সোনাই কুন্ডি
ডাক ঃ আল্লার দরগা
থানা ঃ দৌলতপুর
জেলা ঃ কুষ্টিয়া